

২৯-৭-১৫ ইঁ তারিখে মানবৈয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে
অনুষ্ঠিত যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৮ তম সভার কার্যবিবরণী ।

২৯-৭-১৫ ইঁ তারিখে যমুনা সেতু বিভাগের সভাকক্ষে মানবৈয় যোগাযোগ মন্ত্রীর
সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ(৪৮ তম) সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায়
উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাদের তালিকা প্রিশিফ্ট-'ক' তে বর্ণিত আছে ।

২। সভার শুরুতে মানবৈয় মন্ত্রী উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে সুগত জানান এবং
সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে অতিনিম্ন নির্বাহী পরিচালককে কার্যপদ্ধের
আনোচ্য বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন ।

৩। সেতু কর্তৃপক্ষের অতিনিম্ন নির্বাহী পরিচালক আনোচ্যসূচীর বিষয়বস্তু আনোচনার
পূর্বে এই বিশেষ সভার প্রয়োজনীয়তা ও পটভূমি ব্যাখ্যা করেন । তিনি জানান যে,
২৬-৭-১৫ ইঁ তারিখে মানবৈয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৭ তম
সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যমুনা সেতু প্রকল্প এলাকায় work
harbour এর দক্ষিণে ধনেশ্বরী নদীর নতুন উৎস মুখ সৃষ্টি এবং work harbour -
এর পাশ দিয়ে অপর একটি নব সূর্ষ �channel দ্বারা উদ্ভূত প্রিশিফ্টির উপর আনো-
চনার প্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেই মোতাবেক যমুনা সেতু বিভাগ কর্তৃক ২৭-৭-১৫ ইঁ
তারিখে নিম্নলিপি কমিটি গঠন করা হয় ।

১। জনাব মোঃ ওমর হাদী
অতিনিম্ন সচিব, যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা - আহবায়ক

২। ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
অধ্যাপক, পুরাণোশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা - সদস্য

৩। ডঃ আইনুন নিশাত
অধ্যাপক, পাবি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা - সদস্য

৪। সৈয়দ শাহদুর হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী (ডিজাইন-১)
পাবি উচ্চবিদ্যবোর্ড, ঢাকা - সদস্য

৫। জনাব মজাফফুর আহমেদ তুইয়া
প্রধান প্রকৌশলী, যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা - সদস্য

৬। অতিনিম্ন নির্বাহী পরিচালক জানান যে, কমিটি ২৭-৭-১৫ ইঁ তারিখে সরেজমিনে
প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে এবং বর্তমান বছরে বন্যার ফলে যমুনা সেতু প্রকল্প এলাকার
working area তাঁগন রোধকলে নির্মান তদারকী উপদেষ্টা কর্তৃক প্রণীত spur
নির্মানের প্রস্তুত নিয়ে তাদের সাথে বিস্তৃত আনোচনা করে । ২৮-৭-১৫ ইঁ তারিখে
অনুষ্ঠিত এক সভায় কমিটি তদারকী উপদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুতি বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
করে । এ কমিটির উক্ত সভায় জনাব মোঃ আবোয়ার হোসেন তুইয়া, তত্ত্ববিদ্যক প্রকৌশলী
ডিজাইন, সার্কেল-৫, পাবি উচ্চবিদ্যবোর্ড এবং পুনর্বাসন সংস্কৰণ বিষয় জড়িত থাকায় জনাব
শহীদ আলম প্রকল্প পরিচালক(পুনর্বাসন), যমুনা সেতু বিভাগ-এ দু'জনকে সদস্য হিসেবে
কো-অপট করা হয় ।

৫। অতঃপর কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন এবং বর্তমান বছরে বন্যার ফলে প্রকল্প এনাকায় উন্নত সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যমুনা থেকে ধনেশ্বরীতে পানি প্রবেশের দুটি প্রধান উৎস মুখ রয়েছে। উত্তরের উৎস মুখটি ভূয়াপুরের দক্ষিণ দিয়ে প্রকল্প এনাকায় প্রবেশ করে। এই উৎস মুখটি সম্মতি যমুনা সেতু প্রকল্পের কাজের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইটি প্রধান উৎস মুখের মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট খাল বা নালা রয়েছে যেগুলো বর্তমান বছরের বন্যার ফলে উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এগুলোর মধ্যে একটি ছোট চ্যানেল প্রকল্পের জন্য নির্মিত ওয়ার্ক শারবার এনাকায় মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই চ্যানেলটি বন্ধ করা হয়েছে। আরো একটি মরা খালের অবস্থান ছিল ওয়ার্ক শারবারের অল্প দক্ষিণে।

৫২। তিনি আরো জানান যে, সাম্প্রতিক বন্যার সময়ে ওয়ার্ক শারবার এর দক্ষিণে ধনেশ্বরী বদৌর একটি নতুন উৎস মুখ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ১/৪ টি ধারায় যমুনা বদৌর পানি উত্তর উৎস মুখ দিয়ে একটি পুনর্জীবিত মরা খালের মাধ্যমে মূল ধনেশ্বরীতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই উৎস মুখের প্রবাহ প্রায় ১০ কিউমেক। ধনেশ্বরী বদৌর উত্তর উৎস মুখে ইহা বন্ধ করার পূর্বে প্রবাহ ছিল প্রায় ৩০০ কিউমেক। এছাড়া ওয়ার্ক শারবার সংলগ্ন পাথর পরিবহনের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক নির্মিত এ্যাপ্রোচ রোড বরাবর আরও একটি নালার সৃষ্টি হয়েছে।

৫৩। অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ বা করলে কমিটির মতে নিম্নজিক্ষিত সমস্যা দেখা দিতে পারে :

- উৎস মুখটি আরো বিস্তৃত হতে পারে ;
- ওয়ার্ক শারবারের মধ্য দিয়ে একটি খালের সৃষ্টি হতে পারে ;
- ওয়ার্ক শারবারের দক্ষিণ পাশ দিয়ে একটি নালা গড়ে উঠতে পারে যার ফলে ব্রৌজ এন্ড ফেসেলিটিজের জন্য নির্মিত স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।
- ওয়ার্ক শারবারের দক্ষিণের লিসেটেনেন্ট এনাকাটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।
- এ বছর আরো বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান বর্ষার পর সেতর পশ্চিম পাড়ের গাইড বাঁধ নির্মান করার ফলে আগামী বর্ষার পূর্বে কিছিটা অরক্ষিত হয়ে পড়বে এবং এতে করে শারবারের নাইচের অংশে তাঁগন বাড়তে পারে ।

৫৪। কমিটির মতে উল্লেখিত সমস্যাদি সমাধানকলে কিছু নিরাবণ ব্যবস্থা (preventive measure) নেওয়া প্রয়োজন, তবে CSC কর্তৃক প্রস্তুতি নকশা কিছুটা সংশোধন করতে হবে এবং এ কাজের সঠিক ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। তিনি (অতিঃ নির্বাহী পরিচালক) জানান যে, এ কাজের জন্য যে ব্যয় হবে CSC এর মতে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষকে তা বহন করতে হবে। তবে MC এ ব্যাপারে দ্রুত পোষণ করে বলে যে, এ কাজের ব্যয় জেএমবিএ কর্তৃক বহন করা যুক্তিসংগত নয়। উল্লেখ যে, MC তাদের এই মতামতের পক্ষে চুক্তিশৱের কোন ধারা উল্লেখ করে নাই। উপরোক্ত মতদ্বৈততার জন্য কমিটি চুক্তিশৱ ধারা ১২ ও ২০ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারার আনোকে ব্যয় পংঞ্চান্তু বিষয়ের উপর আইন উপদেষ্টার মতামত নেওয়া প্রয়োজন বলে মত ব্যক্ত করেছে।

চলমান পাতা/৩

৬। কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর আনোচনাৰ সুত্রপাত কৰে মাৰ্গায় মন্ত্ৰী
সভায় উপস্থিত সদস্যবুৰোৱ মতামত আহবান কৰেন।

৭। মেজৱ জেনারেল মাহবুবুৱ রহমান পি, এস, পি, চৌক অব জেনারেল ষ্টাফ আনোচনায়
অংশ নিয়ে এই মৰ্মে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰেন যে, ঠিকাদারেৱ কেন্টাকি-২১ সাথে চুক্তিৰ সুন্দৰৱ
সময় ধনেশ্বৰী বদী বন্ধেৱ ফলে যে পৱিত্ৰিতিৰ উত্তৰ হতে পাৱে, কৈ সময় তা বিবেচনা কৰা
হয়েছিল কিনা। এ প্ৰশ্নেৱ জবাবে পি.ও.ই-এৱ প্ৰতিনিধি অধ্যাপক আইনুন নিশাত জাবান যে,
বিষয়টি চুক্তিৰ সুন্দৰৱ সময় বিবেচনা কৰা হয়েছিল তবে নতুন উৎস মুখটি ঠিক কোনো স্থান
থেকে উৎপন্ন হবে তা সঠিকভাৱে বলা সম্ভব হয় নাই। অব্য এক প্ৰশ্নেৱ উত্তৰে তিনি
(জনাব আইনুন নিশাত) আৱো জাবান যে, বৰ্তমান বছৱেৱ বন্যা প্ৰতি ২০ বছৱে একবাৰ
হতে পাৱে।

৮। অতঃপৰ সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্বন্ধ মন্ত্ৰণালয়, সমস্যাৱ উপৱ আনোকপাত
কৰে বলেন যে, কমিটি কাজটি কৰাৰ পক্ষে মত প্ৰকাশ কৰলেও প্ৰকল্পেৱ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
(MC) আদেৱ ২৭গৱে জুনাই, ১৯৯৫ তাৰিখেৱ পত্ৰে এ কাজটি কৰাৰ আদৌ কোন ঘোষিক্তা
আছে কিনা এ সম্পর্কে প্ৰশ্ন তুলেছেন এবং এ কাজেৱ ব্যয় জেএমবিএ কি কাৱণে বহন কৰবে তা
MC এৱ বোধগম্য নয়। MC এৱ বস্তুবোৱ উপৱেৱ নিৰ্মান তদারকী উপদেষ্টাৱ মতামত বেঘো
হয়েছিল কিনা তিনি তা জাবতে চাব। তাঁকে জাবাবো হয় যে সময়েৱ সুন্দৰতাৱ জন্য CSC
এৱ মতামত বেঘো সম্ভব হয় নাই। তবে পৱৰতৰ্কে এ সম্পর্কে CSC 'ৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা
হবে। এ প্ৰেক্ষিতে তিনি বলেন যে, যেহেতু MC এ কাজটি না কৰাৰ ঘোষিক্তা সম্পর্কে
আদেৱ দৃঢ় মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰেছেন, সেহেতু তিনি MC এৱ মতামতেৱ সংগে একমত পাষণ
কৰাৰ পক্ষপাতি। এ পৰ্যায়ে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্ৰণালয়েৱ সচিব মনুব্য প্ৰকাশ কৰেন
যে, MC কৰ্তৃক প্ৰেক্ষিত Fax থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্ৰসূতিত কাজটি কৰতে হলে Contractual
Provision অনুযায়ী এ কাজেৱ খৱচ বহন কৰাৰ দায়িত্ব কাৱ সে বিষয়েৱ উপৱ পৱামৰ্শ
দেঘোৱ জন্য JMBA থেকে MC কে অনুৱোধ কৰা হয়েছিল। MC- এ প্ৰশ্নেৱ উত্তৰ সন্তোষী
না দিয়ে এবং Contractual Provision এৱ কোন Clause উল্লেখ না কৰে
শুধু JMBA কে এ কাজেৱ খৱচ বহন কৰাৰ কোন কাৱণ বেই বলে মনুব্য প্ৰকাশ কৰে
কাজটি না কৰাৰ পক্ষে তাৰ মতামত প্ৰকাশ কৰেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, MC,
JMBA কে প্ৰাৰ্থিত পৱামৰ্শ ঠিকমত প্ৰদান না কৰে এটিকে পাশ কাটিয়েছে। এ প্ৰেক্ষিতে
মাৰ্গায় মন্ত্ৰী বলেন যে MC থেকে আদেৱ উপৱোক্ত বস্তুবোৱ উপৱ ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে
পাৱে। তিনি আৱও বলেন যে, MC এৱ উপৱ অৰ্পিত দায়িত্ব পালন কৰাৰ জন্য সঠিক
জনবল নিয়োগ কৰা হয়েছে কিনা, JMBA তা পৱৰীকা নিৱৰীকা কৰে দেখতে পাৱে এবং
প্ৰয়োজন বোধে MC-তে বৰ্তমানে নিয়োজিত জনবল বদলাবোৱ পৱামৰ্শ দিতে পাৱে।

৯। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্যের অনুসরণে আরও বলেন যে, যেহেতু spur নির্মানের কাজটি ঠিকাদার কর্তৃক প্রস্তুতি নয় এবং JMBP-এর প্রয়োজনে কাজটি করা হচ্ছে সেহেতু এই কাজের যাবতীয় ব্যয় JMBA-কে বহন করতে হবে, এটাই সুতাবিক বলে মত ব্যক্ত করেন।

১০। সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, আলোচনাকালে আরও জানতে চান যে, MC কর্তৃক উল্লেখিত কাজটি বা করার যৌক্তিকতার উপর সে-সম্বন্ধ প্রশ্ন তোলা হয়েছে কমিটি সেসব প্রশ্নগুলো পরীক্ষা করে তাদের প্রতিবেদনে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে কিনা। প্রত্যুক্তিরে কমিটির সদস্য ডঃ আইনুন বিশাত বলেন যে, MC কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়গুলো কমিটি পরীক্ষা করেছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর কমিটির রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ৩০২ এ দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে রেনওয়ে বিভাগের সচিব মন্তব্য করেন যে, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টার কার্যগ্রামী বিষয়ে মতামত প্রদানের দায়িত্ব হলো নির্মান তদারকী উপদেষ্টার।

১১। প্রধান প্রকৌশলী, জেএমবিএ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন যে, Work harbour এর মধ্য দিয়ে একটি ছোট নালা ইতিপূর্বে প্রবাহিত হত। এটি যমুনা ও ধনেশ্বরীর একটি সংযোগ নালা হিসাবে কাজ করত। Work harbour নির্মানের ফলে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্য দিকে Work area নির্মানের পর ধনেশ্বরীর উত্তর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে যমুনা নদী এবং ধনেশ্বরী নদীর পানির উচ্চতার পার্থক্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান বছরে বন্যার ফলে Work area এবং হারবারের দক্ষিণে ইতিপূর্বে মৃত প্রাণ আরও একটি নামা পুনর্জীবিত হয়েছে। এ নামার মধ্য দিয়ে বর্তমানে যমুনা নদী থেকে ধনেশ্বরী নদীতে পানি প্রবেশ করছে। বর্তমান বছরে পুনরায় বন্যা হলে হারবারের ডিতর দিয়ে ইতিপূর্বে প্রবাহিত নামাটি পুনর্জীবিত হয়ে ওঝাৰ্ক হারবারটিকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যারফলে প্রকল্পের কাজ ৩-৬ মাস বিনামূল হতে পারে। ফলে Contract-I এবং Contract-2 থেকে বিপুল পরিমাণ অংকের ক্ষতির প্রস্তুত আসতে পারে। কাজেই কাজটি করা বা হলে শুধু যে সেতু নির্মানের কাজ বিনামূল হবে তাই নয় বাংলাদেশ সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

প্রধান প্রকৌশলীর মন্তব্য সমর্থন করে অতিঃ সচিব, যমুনা সেতু বিভাগ, বলেন যে, কাজটি বা করা হলে আগামীতে বন্যা হলে যদি Work harbour ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে প্রকল্পের কাজ বিনামূল হতে পারে, কারণ Work harbour সেতু নির্মানের একটি ফোকাল পয়েন্ট। প্রকল্প বাসুবায়ন বিনামূল হলে Contract-I এবং Contract-2 থেকে বিপুল পরিমাণ অংকের VO আসতে পারে। অন্যদিকে এর ফলে যদি প্রকল্প বাসুবায়ন এক বছর পিছিয়ে গড়ে তাহলে ক্ষতির পরিমাণ ১০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

১২। সচিব, রেনওয়ে বিভাগ, তাঁর বক্তব্য রেখে বলেন যে, যেহেতু কাজটি করা প্রয়োজন বলে কমিটি সুপারিশ করেছে এবং কাজটি করার পক্ষে সত্য একমত প্রকাশ করা হয়েছে, সেহেতু এ কাজটি প্রকলে নিয়োজিত কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে না করিয়ে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে বাইরের কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে করানো যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এর প্রত্যঙ্গের কমিটির সদস্য ডঃ জে আর চৌধুরী বলেন যে, কাজটি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে আগা মৌ ২ সপ্তাহের মধ্যে এটা করা বাস্তবনৈয় হবে কারণ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে যে, আগামী আগস্ট মাসে পুনরায় বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে যদি কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে না করা হয় এবং যদি আগস্ট মাসে পুনরায় বন্যা হয় তাহলে এ কাজটি করা সম্ভব হবে না। খোজা দরপত্রের মাধ্যমে এ আতীয় কাজ করা সময় সাপেক্ষে ব্যাপার বিধায় প্রকলে নিয়োজিত কন্ট্রাক্টর দ্বারা কাজটি করানো বাস্তবনৈয় হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

১৩। সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, CSC হচ্ছে JMBA কর্তৃক নির্বাচিত কারিগরী বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান। অতএব CSC কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। অপরপক্ষে MC-এর status অনুযায়ী কারিগরী বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। উপরন্তু JMBA কর্তৃক গঠিত কমিটির রিপোর্টে কাজটি করা প্রয়োজন বলে সুপারিশ করা হয়েছে। এবং সত্য আনোচনায় এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, এ কাজটি বাসুবায়ন করার বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে সবাই একমত। কাজেই কাজটি বাসুবায়ন করাই যুক্তিশুভ হবে। তবে এ কাজটি করার জন্য কন্ট্রাক্ট এর বিধান অনুসারে ব্যয় কে বহন করবে সে বিষয়টি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সিদ্ধান্তের ফলে টাকা না দেয়ে কন্ট্রাক্টর কাজ করতে অনিশ্চ প্রকাশ করলে JMBA আপাততঃ মূল্য পরিশোধ করে কাজটি করিয়ে নেবে, তবে শর্ত থাকবে যে কাজটি নুরাতম বায়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং আইনগত দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ কাজটির দায়িত্ব কার তা নির্ধারণ করা হবে।

১৪। আনোচনার এক পর্যায়ে মানবনৈয় মন্ত্রী মনুব্য প্রকাশ করেন যে, JMBA কর্তৃক মূল প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাসুবায়ন করার জন্যে কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করতে হবে। যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এনাকায় সার্বজনিকভাবে JMBA এর ফোন একজন কর্মকর্তাকে তদারকী কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, JMBA-এর Working Condition- এর উন্নয়ন করা না হলে প্রেষণে তার কর্মকর্তা নিয়োগ করা দুর্ভাব হবে কারণ বর্তমান অবস্থায় তাঁরা JMBA-তে কাজ করতে অনিশ্চ প্রকাশ করছে। কাজেই Working Condition উন্নয়নের লক্ষ্যে JMBA এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তার Job description নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় Delegation power প্রদান করতে হবে।

১৫। সর্বশেষে মন্ত্রী মহোদয় সত্য অনুষ্ঠিত আনোচনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য পুনরায় স্থাপন করেন এবং উপস্থিত সদস্যবুন্দের আরো কোন মতামত আছে কিনা জানতে চান। সত্য আর কোনরূপ মনুব্য না থাকায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳ :

୧୫୦୧। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଛରେ ଉତ୍ସୁତ ବନ୍ୟ ପରିଷିତିର କାରଣେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଲାକାର ଦକ୍ଷିଣେ ଖଲେଖୁରୀ ବଦୀର ଯେ ନତୁନ ଉତ୍ସ ମୁଖ ଖୁଲେଛେ ତାକେ ସଠିକ ଥାତେ ପ୍ରବାହିତ କରାର ଜନ୍ୟ CSC କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାର ଡିଜାଇନ୍ ସଂଶୋଧନ/ପରିବର୍ଧନ ସାପେକ୍ଷେ contract-II -ଏର ଠିକାଦାର ଦ୍ୱାରା ଏ କାଜଟି ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତେ ହବେ । CSC କର୍ତ୍ତକ ସଂଶୋଧିତ/ପରିବର୍ଧିତ design ଜେଏମବିଏ କର୍ତ୍ତକ ଗଠିତ କମିଟି ପରୀକ୍ଷାନୁମାନ ଯଥାଯଥ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷେର ଅନୁମୋଦନେର ଜନ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରନ୍ବେ ।

୧୫୦୨। କାଲିଙ୍ଗରୀ ମାନ ସଠିକ ରେଖେ ଏହି କାଜଟି ନ୍ୟାନତମ ବ୍ୟୟେ ସମ୍ପର୍କ କରାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲାନ୍ତେ ହବେ ।

୧୫୦୩। ବ୍ୟୟ ନିର୍ବାହେର ବିଷୟଟି ସଂଶୁଦ୍ଧ ଚୁକ୍ତିମ୍ପତ୍ରେର ଆଲୋକେ ଏବଂ ଆଇନ ଉପଦେଷ୍ଟାର ମତାମତେର ଡିଜିଟେ ଚାଲାନ୍ତୁ କରନ୍ତେ ହବେ ।

୧୫୦୪। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷିତିତେ ଏହି କାଜ ସମ୍ପାଦନେର ଜନ୍ୟ ଯଦି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେଯାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଦେଖିଯେ ଜେଏମବିଏ ସାମଧ୍ୟକାରୀତାବେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ପାଇଁ ତବେ ଶର୍ତ୍ ଥାକେ ଯେ, ଚୁକ୍ତିମ୍ପତ୍ରେର ଆଲୋକେ ଆଇନ ଉପଦେଷ୍ଟାର ମତାମତେ ପ୍ରେକ୍ଷିତ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ ଦେଇ ମୋତାବେକ ଏହି ପ୍ରଦାନକୁଟ ଅର୍ଥ ଠିକାଦାରେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଳ ହତେ କର୍ତ୍ତନ ହାରା ହବେ ।

୧୫୦୫। କାଜଟି ସୁର୍କ୍ଷାତାବେ ବାସୁବାୟନେର ଜନ୍ୟ ସାର୍ବକଣିକ ମନିଟିରିଂ କରନ୍ତେ ହବେ ।

୧୫୦୬। MC ଏର ଉପର ପ୍ରଦତ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ପାଲନ କରାର ଜନ୍ୟ ତାରିଖ ଉପଯୁକ୍ତ ଜନବଳ ନିଯୋଗ କରେଛେ କିନା ତା ପର୍ଯ୍ୟାନୋଚନା କରେ ଦେଖିତେ ହବେ । ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧେ MC-ତେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ନିଯୋଜିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଦେର ବଦଳେ ଆରଓ ଦକ୍ଷ ଓ ଅଭିଜଞ୍ଜଳି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଯୋଗ କରାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ହବେ ।

୧୫୦୭। ଯମୁନା ବହୁମୁଖୀ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସୁବାୟନ ତଦାରକୀ ଜୋଡ଼ଦାର କରାର ଜନ୍ୟ JMBA କେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମସୂଚୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ହବେ ଏବଂ ଏକମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାତେ ସାର୍ବକଣିକାବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଲାକା ତଦାରକୀ କାଜେ ନିଯୋଜିତ ଥାକେବ ତାର ବ୍ୟବଶ୍ଵା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ହବେ ।

୧୫୦୮। JMBA ଏର ପକଳ ପର୍ଯ୍ୟାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଦେର Job description ଏବଂ Delegation of Power -ଏର ଏକଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନେର ଜନ୍ୟ ଆଗାମୀ ବୋର୍ଡ ସତ୍ୟ ଉପଶ୍ଥାପନ କରନ୍ତେ ହବେ ।

ପରିଶେଷ ମାନରୌଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମକଳକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନିଯେ ପତାର କାଜ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରେନ ।

ମେ: ଡେମ୍ବୁନ୍
(ମୋଦ ଓ ମୁର ଶାଦୀ) ୧୨/୮/୧୫
ଅଟିଃ ନିର୍ବାହୀ ପରିଚାଳକ
ଯମୁନା ବହୁମୁଖୀ ସେତୁ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ।

ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ
(ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ)
(ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ)
(ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ)
(ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ)
(ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ)

২৯-৭-১৫ ইঁ তারিখে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৮ তম সত্তায়
উপস্থিত সদস্য/কর্মকর্ত্তাগণের তালিকা :

এন্থিক নঁ সদস্য/কর্মকর্ত্তাগণ নাম ও পদবী

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম

১।	জনাব নাসিমউদ্দিন আহমেদ সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
২।	ডঃ মসিউর রহমান সচিব	রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ঢাকা ।
৩।	মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পি, এস, সি, চাঁক অব জেনারেল ষ্টাফ	বাংলাদেশ সেবাবাহিনী, ঢাকা সেবাবিবাস, ঢাকা ।
৪।	জনাব ফয়জুর রাজ্জাক সচিব	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্বন্ধ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৫।	জনাব মৌর্জা আসাদুজ্জামান আল ফারুক সচিব	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৬।	জনাব ফজলুল ফরিদ প্রধান প্রকৌশলী	সড়ক ও জনগথ অধিদপ্তর, সড়ক তরন, রংপুরা, ঢাকা ।
৭।	জনাব মাহবুব কবীর অতিঃ সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৮।	জনাব মোঃ ওমর হাদী অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ।
৯।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান বিভাগীয় প্রধান	পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা ।
১০।	জনাব মজাফফুর আহমেদ তুঁইয়া প্রধান প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ।
১১।	জনাব মোঃ আজমল চৌধুরী পরিচালক(প্রেশাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ।
১২।	সৈয়দ শাহদুল হোসেন প্রধান প্রকৌশলী(তিজাইন-১)	পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ।
১৩।	জনাব মোঃ বুবীউল্লাহ পরিচালক(অর্থ ও হিসাব)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ।
১৪।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী অধ্যাপক	পুরকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।
১৫।	ডঃ আইনুন নিশাত অধ্যাপক	পানি শম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।
১৬।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন তুঁইয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ।